

- স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's two factor theory) : ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী চার্লস স্পিয়ারম্যান 1904 খ্রিস্টাব্দে 'American journal of psychology' তে 'General intelligence objectively determined and measured' প্রবন্ধে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেন। এটি মূলত পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ ও গাণিতিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- দ্বি-উপাদান তত্ত্বের মূল বক্তব্য : স্পিয়ারম্যানের মতে মানুষের প্রতিটি বৌদ্ধিক কাজের পেছনে রয়েছে দুই প্রকার উপাদান বা শক্তি। একটি হল সাধারণ উপাদান (General factor) বা 'g' উপাদান (g-factor) এবং অপরটি হল বিশেষ উপাদান (Special factor) বা 's' উপাদান (s-factor)।

'g' এর বৈশিষ্ট্য :

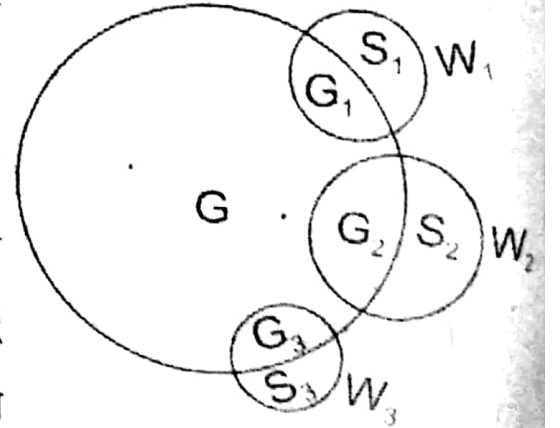
- (ক) 'g' হল সার্বজনীন, বংশগত ও জন্মগত।
- (খ) এটি ব্যক্তির সব ধরনের কাজে প্রয়োজন।
- (গ) এটি বিকাশশীল ও পরিমাপযোগ্য।
- (ঘ) এই ক্ষমতা যার মধ্যে বেশি পরিসরে রয়েছে তার জীবনে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি হয়।

's' এর বৈশিষ্ট্য :

- (ক) এই ক্ষমতা অর্জিত।
- (খ) ব্যক্তিভেদে বিশেষ মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য দেখা যায়।
- (গ) নির্দিষ্ট কাজের জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।
- (ঘ) বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সংখ্যায় অনেক।

- দ্বি-উপাদান তত্ত্বের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা : স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি জ্যামিতিক চিত্রের দ্বারা পরিবেশন করা যেতে পারে।

চিত্রানুযায়ী, মাঝখানের বড় বৃত্তটি G বা সাধারণ উপাদান। এবং ছোট ছোট বৃত্ত অর্থাৎ W_1 , W_2 , W_3 হল তিনটি ভিন্ন কাজ। S_1, S_2, S_3 হল বিশেষ উপাদান। W_1 কাজের জন্য প্রয়োজন G ও S_1 । W_2 কাজের জন্য প্রয়োজন G ও S_2 । W_3 কাজের জন্য প্রয়োজন G ও S_3 । এখানে G_1, G_2 ও G_3 গুণগতভাবে এক কিন্তু পরিমাণগত ভাবে ভিন্ন। S_1, S_2 ও S_3 সম্পূর্ণ পৃথক। অর্থাৎ প্রতিটি কাজে (W_1, W_2, W_3) G বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োজন। কিন্তু S এর পরিমাণের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এখানে G হল বৃদ্ধি। যে কাজে যত বেশি পরিমাণে G থাকবে সেই কাজ তত বেশি সফলতা পাবে।



উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেহেতু G এবং S এর পরিমাণের উপর কোন কাজের সাফল্য নির্ভর করে সেহেতু বিষয় নির্বাচনে ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দানে এই তত্ত্বটি শিক্ষককে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে অগ্রসর করার জন্য শিক্ষকের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।